তারিখ 11 MAY 2010
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

১৪৩১

এমপিওভুক্তির তালিকা যাচাই-বাছাই হবে

বিশেষ প্রতিনিধি ●

মন্ত্রিসভার বৈঠক

শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাকে তালিকা পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা পর্যালোচনা বা যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অযোগ্য প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন তালিকা প্রণয়নেরও নির্দেশ দেন তিনি।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদকে তালিকা পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে এবং এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিতে অর্থ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বৈঠকে মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য এমপিওভুক্তি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের চাহিদামতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ায় তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একজন প্রতিমন্ত্রী বলেন, তাঁর তালিকা থেকে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত হয়নি। অথচ এক বিএনপি নেতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া বেশ কয়েকজন মন্ত্রী অভিযোগ করেন, বঙ্গবন্ধুর নামে বেশ কিছু কলেজ ও স্কুলের এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

দুলুর কলেজ নিয়ে হইচই : সূত্র জানায়, বৈঠকে বিএনপির নেতা আসাদুল হাবিব দুলুর প্রতিষ্ঠিত লালমনিরহাট সদর উপজেলার শহীদ আবুল কাসেম কলেজের এমপিওভুক্তি নিয়ে বেশ হইচই হয়। একজন মন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তাঁর তালিকা থেকে এমপিওভুক্ত করা না হলেও দুলুর কলেজ এমপিওভুক্ত হয়েছে।

গতকাল আবুল কাসেম কলেজে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* জানান, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী জি এম কাদের এই কলেজের এমপিওভুক্তির জন্য চাহিদাপত্র (ডিও লেটার) দেন। এর ভিত্তিতেই কলেজটিকে এমপিওভুক্ত করা হয়।

বৈঠক সূত্র জানায়, শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে সহকর্মীদের বক্তব্যের জবাবে বলেন, একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে এই প্রথমবারের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। নিয়মনীতি অনুসরণ করেই তা করা হয়। তিনি বলেন, বৈষম্য ঘোচাতে কিছু জেলা বা এলাকায় বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। নীতিমালায় পড়েনি এমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি।

সূত্র জানায়, মন্ত্রিসভা বৈঠকে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী এমপিওভুক্তির তালিকা পর্যালোচনার নির্দেশ দেন। যাঁদের ডিও লেটারের ভিত্তিতে অযোগ্য বা দলীয় প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে, তার একটি তালিকা করতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা এর সঙ্গে জড়িত থাকলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা উপদেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দেন।

সূত্র জানায়, বৈঠকে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার এলাকায় বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। যেসব মন্ত্রীর তালিকা থেকে এমপিও বাদ পড়েছে, বৈঠকে তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী গত রোববার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সাত হাজার যোগ্য আবেদনের মধ্যে থেকে এক হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠান এমপিভুক্ত করা হয়েছে। এত বেশিসংখ্যক আবেদনের মধ্যে এক হাজার প্রতিষ্ঠান বাছাই করা কঠিন। নীতিমালার বাইরে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

এমপিওভুক্তির দাবিতে অবরোধ কর্মবিরতি মানববন্ধন : পৃষ্ঠা-২